যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2008

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

6/ Report

সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ প্রদানে অনিয়ম

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ কমিটির রিপোর্ট মন্ত্রণালয় নিজেই মানছে না। ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নে গঠিত মনিটরিং কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ মানা হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে বরাদ্দ সংশোধন এবং নিটভিত্তিক বরাদ্দের সুপারিশও প্রতিফলিত হয়নি। অপরদিকে ২৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশোধিত সুপারিশের তালিকায় ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দেয়া আগের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। তবে নতুন করে বরাদ্দ পেয়েছে ১ হাজার ২০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মোট ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বরগুনা। শুধু এ জেলার উদাহরণ দিলেই মনিটরিং কমিটির সুপারিশ না মানার বিস্তর প্রমাণ মিলবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটি বরগুনা জেলায় মাঠ পর্যায়ে গিয়ে ১৮ দিন কাজ করে সুপারিশ রিপোর্ট দিলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। কমিটির রিপোর্টে জেলার পাথরঘাটা, বামনা, আমতলী, বরগুনা সদর ও বেতাগী উপজেলার মোট ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দেয়া আগের বরাদ্দ সংশোধন করার সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু এর মধ্যে আংশিকভাবে মানা হয়েছে মাত্র ২৯টি। বাকি ৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ সংশোধনের সুপারিশ মানা হয়নি। মনিটরিং কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করে বাস্তব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রকৃত ক্ষতির বিপরীতে নিট বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করে। রিপোর্ট প্রদান করতে গিয়ে কমিটির কাছে ক্ষয়ক্ষতির দুটি সিলিং নিয়ে জটিলতা দেখা

অনিয়ম : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

অনিয়ম : সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেয়। বিশেষ করে আংশিক ক্ষতির জন্য ৫০ হাজার এবং সম্পূর্ণ ক্ষতির জন্য আড়াই লাখ টাকার বরাদ্দ কমিটির কাছে মোটেই যুক্তিসঙ্গত ছিল না। এজন্য কমিটির পক্ষ থেকে ক্ষতির বিপরীতে প্রয়োজনমাফিক কোথাও ৫০ হাজার, কোথাও ১ লাখ অথবা ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সুপারিশকে আমলে দেয়নি। ফলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামান্য ক্ষতি হয়েছে, তাকেও দেয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা আবার যার ৩টি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাকেও দেয়া হয়েছে সমপরিমাণ টাকা। ভুল রিপোর্টের কারণে আংশিক ক্ষতি হলেও আড়াই লাখ টাকা পেয়েছে কেউ কেউ। কেউ মোটেই পায়নি।

কমিটির রিপোর্টে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ সংশোধন করা হয়। কিন্তু ২০টি প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মানা হয়নি। এছাড়া সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দ তালিকায় স্থান না পাওয়া ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করা হলেও সংশোধিত তালিকায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হল— এনত্রাই খান রেসিডেন্সিয়াল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঘুটাবাছা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কালমেঘা জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়।

বরগুনা সদরে সংশোধিত সুপারিশ ৩৩টির মধ্যে মাত্র ৬টি মানা হয়েছে, বাদ গেছে ২৭টি। আমতলী উপজেলায় ৩৭টি সংশোধিত সুপারিশের মধ্যে মানা হয়েছে ১৭টি, বাদ গেছে ২০টি। বেতাগী উপজেলায় ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ সংশোধন করার সুপারিশ করা হলেও মানা হয়েছে ১টি, বাদ গেছে ২১টি সুপারিশ। এ উপজেলার হোসনাবাদ করুণা মোকামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার বরাদ্দ না বাড়ানোর সুপারিশ করা হলেও ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে আড়াই লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আবার চান্দখালী পরাগতিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হওয়ায় বরাদ্দের পরিমাণ আড়াই লাখ টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ সুপারিশ মানা হয়নি। বামনা উপজেলায় ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দেয়া বরাদ্দ মাত্র ২টি মানা হয়েছে, বাদ গেছে ১০টি।

গত ১৫ নভেম্বর মহাদুর্যোগ সিডর আঘাত হানার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করে ২৯ নভেম্বর থেকে ৫০ হাজার ও আড়াই লাখ টাকা হারে দু'ক্যাটাগরিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। এ তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে পরে সরেজমিন পরিদর্শন করে সংশোধিত তালিকা করার জন্য ৩০ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১২ জেলার জন্য পৃথক মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষা অধিদফতরের একজন কর্মকর্তাকে প্রতিটি কমিটির প্রধান করা হয়। কমিটির সদস্য হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষকরা ছিলেন। কমিটিগুলো ১২ ডিসেম্বর থেকে রিপোর্ট প্রদান শুরু করে। এ পর্যন্ত দুই কিস্তিতে ৩৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ বরাদ্দ ছাড় করা হয় ২৪ ডিসেম্বর।

ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, ক্ষতির বিপরীতে প্রয়োজনমাফিক নিট বরাদ্দ দিলে টাকার সঠিক ব্যবহার হতো। কিন্তু তা করা হয়নি। এছাড়া যেভাবে তালিকা পাঠানো হয়েছে, তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান পরিকল্পনাকারী মেজবাউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। মেজবাউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তারা শুধু মন্ত্রণালয় কিংবা ঢাকা থেকে পাঠানো কর্মকর্তাদের সুপারিশকে এককভাবে প্রাধান্য দেননি। মাঠ পর্যায়ে ইউএনও, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং ফ্যাসিলিটিজের উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট যাচাই করে বরাদ্দ সংশোধন করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোন সময় বরাদ্দের পুরো টাকা যথাযথভাবে ব্যয় হয় না; কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে। একক্ষেত্রেও হয়তো ১০ থেকে ২০ ভাগ বরাদ্দ বিকেন্দ্র হতে পারে। তবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার করে দ্রুত শিক্ষাদানের পর্যায়ে উন্নীত করা।